মরিয়ম : নিরন্তর খুঁজে ফিরে জীবনের দম

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

স্বামীর বাড়ী এই গ্রামে.. বাবার বাড়ী ওই....., ভাইয়ের বাড়ী ওই গ্রামে..., তোমার বাড়ী কই কন্যা, তোমার বাড়ী কই.....?

মানব জীবন বহতা নদীর মতো। নিরন্তর বয়ে চলা এ জীবনের বাকে বাকে কত সুখ, কত দুঃখ। নদীতে জোয়ার এলে ভরে উঠে দু-কূল। নদী গতিপথ বদলালেও একদিন মরে যায় পুরনো প্রবাহ। পুরনো ব্রহ্মপুত্র মরে গেলেও নতুন ব্রহ্মপুত্রের চলা কিন্তু থামে না। জীবন গতিপথ বদলালেও থামেনি মরিয়মের পথ চলা। আসুন তার কথকতার গল্প শুনি ।

দুঃখ-কষ্টে প্লাবিত এক নারী মরিয়ম বেগম। তার জীবনের উপর আলো ফেলতে আমাদের এই উদ্যোগ। আসুন, একটু পেছন থেকে তাকে দেখি। পাঠানটুলী এলাকায় বংশাল পাড়ায় ছোট থেকে তার বড় হওয়া। নিজের খুব ইচ্ছা থাকলেও বাবার সীমিত রোজগারের কারণে কোন মতে ৮ম শ্রেণী পাস করেই পড়ালেখার ইতি ঘটে তার। ৩ ভাই ৫ বোনের অভাবগ্রস্ত সংসারে মরিয়মই ছিলেন সবার বড়। আর এই বড় হওয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুব অল্প বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। কিন্তু মরিয়ম কি জানতেন বিয়ের পরের এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা?

বিয়ের পর পরই তার জীবনে শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে হলেও স্বামীর নির্যাতনে মরিয়মের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্দশা। প্রায় প্রতি রাতেই স্বামীর মদ খেয়ে ঘরে ফেরা, বাইরে রাত কাটানো, আর অন্য নারীর সঙ্গ যখন মরিয়মের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই মরিয়ম প্রতিবাদ করেন। আর এই প্রতিবাদের কারণে তার উপর চলতে থাকে নানা ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। শত নির্যাতন সহ্য করেও একমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দিন কাটে তার।

তবুও জীবন গতিপথ বদলায়, হোঁচড় খায় মরিয়ম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় তার জীবনে নেমে আসে তালাকের খাড়া। বাবার বাড়ীই ছিল তার শেষ সম্বল। দেড় বছরের ছোট্ট ছেলেকে প্রায় জোর করেই রেখে দেয় মদ্যপ ও লম্পট স্বামী। ছেলে হারানোর বুকভাঙা ব্যথা নিয়ে বাবার বাড়ীতে মাতৃহীন ছোট ভাই বোনদের দেখা শোনার দায়ভার কাঁধে নিয়ে মরিয়মের শুরু হয় দিন কাটানোর পালা। প্রতীক্ষায় তার দিন কাটে-কখন ছেলে বড় হবে, মা বলে ডাকবে, ছেলেকে একটু কাছে পাবে। দ্বিতীয় বিয়ে কেন করেন নি জানতে চাইলে মরিয়ম জানান, স্বামীর কাছে এতই নির্যাতন হয়েছি যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রশ্নই আসে না। বাঙালী মেয়েরা শত কষ্টের পরও চোখ বুজে সংসারের বেড়াজাল থেকে বেরুতে পারে না-এটাই বুঝি প্রত্যেক মেয়ের ভাগ্যের লিখন।

এখানেই তার কথা শেষ নয়। তার বয়স যখন বিয়াল্লিশের কোঠায় তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি ভাইদের সংসারে অনাবশ্যক গলগ্রহ ছাড়া কিছুই নন, আর তখনই ঠিক করলেন নিজের বেঁচে থাকার অবলম্বন নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। ভাবলেন পৈতৃক সম্পত্তি থেকে পাওয়া কয়েকটি কক্ষ যদি মেরামত করে ভাড়া দেয়া যায়, তবে নিজে চলার একটা খুঁটি হয়। কিন্তু তার এই দুর্দিনে কে তাকে সাহায্য করবে?

মরিয়মের এই সহায় সম্বলহীন জীবনে যখন কেউই তাকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, ঠিক সেই সময়েই সন্ধান মেলে স্থানীয় এক এনজিও কর্মীর। উন্নয়ন কর্মীর সাথে পরিচয়ের পরই নিজের একটা

সম্বল খুঁজে পান মরিয়ম। তিন বছর ধরে এনজিওটির গ্রামীণ সমিতিতে যুক্ত মরিয়ম ২য় দফায় ঋণ নিয়েছেন। ঋণের টাকা দিয়ে ভাড়া ঘর মেরামত করেন। যা ভাড়া পান তাই দিয়ে নিজে চলেন এবং কিস্তির টাকাও শোধ করেন । এখন তার সাড়ে তিন হাজার টাকার বেশী সঞ্চয় আছে। মোদ্দাকথা অর্থনৈতিক মুক্তির সন্ধান পাওয়ায় মরিয়ম নিজেকে আর অসহায় কিংবা অবলা মনে করেন না। সে ফিরে পেয়েছে আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসই তার জীবনের পাথেয় এবং শক্তি। সুতারাং একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, সাম্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এর সফলতার স্বাদ পাওয়া অসম্ভবই বটে।

তার মতে, জীবনের পদে পদে সবার কাছে অবহেলিত হয়ে আমি যখন নিঃস্ব, তখন আমার এই নিঃস্ব জীবনে ওই উন্নয়ন কর্মীটিই আমাকে বেঁচে থাকার স্বপ্নের সন্ধান দিয়েছে। কারো থেকে টাকা চাওয়া দূরে থাক, ধার চাইলেও পেতাম না। বাস্তবিকই যার অডেল আছে তাকেই ঋণ দেয় ব্যাংক, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন। যার নেই তার কিছুই নেই। বাংলাদেশে চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে নেতিবাচক অনেক বিষয় থাকলেও যার নেই তাকেই ঋণ দেয়া সম্ভবপর করে তোলা একটি বিষ্ময়কর আবিস্কার এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। ডঃ ইউনুস বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিস্কার করেননি কিংবা এইডস রোগের টিকা আবিস্কার করতে পারেননি কিন্তু তিনি তৃতীয় বিশ্বের লাঞ্চিত নারীদের মনে আশার বৈদ্যুতিক বাল্ব, নির্মম দারিদ্র প্রতিরোধে টিকা আবিস্কার করেছেন। আবার এই কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বাংলাদেশে এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ উন্নয়ন সংগঠনের ব্যানারে অনেকে দারিদ্র বিমোচনের নামে দারিদ্র বাণিজ্য করছেন, সমাজ উন্নয়নের নামে নিজের উন্নয়ন, আত্মীয় স্বজনের উন্নয়ন করছেন। ডিনামাইট আবিস্কার হয়েছে মানবকল্যাণে কিন্তু তা ব্যবহার হচ্ছে মানব ধ্বংসলীলায় তারজন্য তো আবিস্কারকের দোষ দেয়া চলে না। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা এই অসহায় নারীর ঋণের ব্যবস্থা করেছে যা আত্মনির্ভর হয়ে চলার মতো একটি ঠাঁই করে দিয়েছে। সমাজে বহু জ্ঞানীর গুণী প্রেস পাবলিসিটি কাতর বহু সমাজসেবী রয়েছে কিন্তু এই দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ভাবার লোক কই?

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, চট্টগ্রাম, ১৪/০২/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন